হতাশার মঞ্চেই স্বপ্নের হাতছানি

আবার স্বপ্নের অপমৃত্যু। হরমনরা ফিরলেন কাপ-লক্ষ্য অধরা রেখেই। তবে হতাশার মঞ্চেই নতুন আশার কিরণ শেফালি, রিচারা। যাঁদের নিয়ে স্বপ্নের জাল বুনলেন

সঞ্জীব কুমার দত্ত

তীরে এসে তরী ডোবা। 'চোকার্স' তকমাটা ক্রমে যেন আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে যাচ্ছে ভারতীয় ক্রিকেটের সঙ্গে। ২০১৯-এ বিরাট ব্রিগেডের সেমিফাইনালে হার। ২০২০-তে জোড়া ফাইনাল-বিপর্যয়। অনূর্ধ্ব-১৯-এ যশস্বী-প্রিয়মদের পরাজয়ের পর মহিলা দলের টি২০ বিশ্বকাপে স্বপ্নভঙ্গ।

হতাশার মাঝেও কিন্তু আশার কিরণ শেফালি ভার্মা, রিচা ঘোষ, জেমাইমা রডরিগেজরা। দাপট দেখিয়ে আন্ডারডগ থেকে ফাইনাল যাওয়া, কাপ-স্বপ্নে গোটা দেশকে একসুরে বেঁধে ফেলা-৯০ হাজার দর্শকের সামনে ফাইনালের চাপ নিতে না পারলেও, কৃতিত্ব কমছে না। বরং অনভিজ্ঞ দল নিয়ে সেরা আসরে ক্লাসের 'সেকেন্ড গার্ল'-এর তকমা, সাফল্যের স্বীকৃতি। আগামী দিনের জন্য আলোর দিশাও। দু' তিনজন বাদ দিলে মহিলা ভারতীয় দলের বেশিরভাগই আনকোরা, নবাগত। এমন একটা দলকে নিয়ে গ্রুপে 'অল উইন' রেকর্ড, যার মধ্যে রয়েছে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়াকে হারানোও। ট্রফি না এলেও 'আমরাও পারি' বিশ্বাসটুকু নিয়ে ফেরাটাও তাই প্রাপ্তি।

অস্ট্রেলিয়াগামী বিমানে ওঠার আগে কোচ ডব্লিউ বি রমন দাবি করেছিলেন, ১৯৮৩-র কপিল ডেভিলস হয়ে ওঠার ক্ষমতা রাখে হরমনরা। কপিলদের বিশ্বজয় যেমন ভারতীয় ক্রিকেটে নবজাগরণ ঘটিয়েছিল, হরমনরাও পারে তেমনই কোনও ক্রিকেট-বিপ্লব ঘটাতে। ষোলোকলা পূর্ণ না হলেও, শেফালি, পুনম, শিখারা বুঝিয়েছেন, কোচের দাবি ফাঁকা আওয়াজ নয়।

মহিলা দলটার মূল স্তম্ভ তিন অভিজ্ঞ অধিনায়ক হরমনপ্রীত, স্মৃতি, পুনম। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে ঘরোয়া টি২০ আসরে স্মৃতির একাধিক স্মরণীয় ইনিংস রয়েছে। হরমনও ওয়ার্ল্ড ক্লাস ক্রিকেটার। পুনমের লেগস্পিন ফাইনাল বাদ দিলে গোটা টুর্নামেন্টে রাজ করেছে। তবে কাপ-পর্যালোচনায় বসলে সিনিয়ারদের ছাপিয়ে গিয়েছে আগামী প্রজন্ম। হরমন-স্মৃতিরা তাদের দায়িত্বে চূড়ান্ত ব্যর্থ হলেও, ভারতকে ফাইনালে তুলে দিয়েছিলেন শেফালির মতো অগ্নিকন্যারা।

'র ট্যালেন্ট' বলতে যা বোঝায় আক্ষরিক অর্থেই তাই হরিয়ানার রোহতকের এই কন্যা। পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে ক্রিকেট খেলে বড় হওয়া ডাকাবুকো শেফালির। বিরাটদের 'ভয়ডরহীন' ক্রিকেটে মন্ত্রেই দীক্ষিত গ্রুপ লিগে চার ম্যাচে ভারতের জয়ের প্রধান এই কারিগর। মাত্র ষোলোতেই টি২০ ফর্ম্যাটে বিশ্ব ক্রমতালিকায় এক নম্বর ব্যাটসম্যান! আদর্শ শচীনের সঙ্গে তুলনা হচ্ছে শেফালির। ষোলোতেই বিশ্ব ক্রিকেট আঙিনায় পা রেখেছিলেন শচীন। বাকিটা ইতিহাস। মহিলা ক্রিকেটে শেফালির উপস্থিতি যেন তারই ইঙ্গিত।

পুনম, রাজেশ্বরী, দীপ্তিদের স্পিন অ্যাটাকের দাপট ভারতীয় স্পিনের সোনালি যুগের কথাও মনে করিয়ে দিতে পারে অনেককে। তানিয়া ভাটিয়া, জেমাইমাই, পুনমদের সঙ্গে স্বল্প সুযোগে তাল ঠুকেছেন ভারতীয় ক্রিকেটের আর এক ভবিষ্যৎ বছর ষোলোর বঙ্গ-কন্যা রিচাও। টুর্নামেন্টে বড় রান না পেলেও, স্বল্প সুযোগেই চোখে পড়েছে শিলিগুড়িতে বেড়ে ওঠা রিচার ছটফটানি। সময় ও সুযোগ পেলে তারকা হয়ে ওঠার রসদ রয়েছে রিচার মধ্যে।

আগ্রার বাইশ বছরের অলরাউন্ডার দীপ্তি শর্মার কথা না বললে লেখা অসম্পূর্ণ। গ্রুপ ও ফাইনাল, অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে জোড়া ম্যাচেই দীপ্তি সর্বোচ্চ স্কোরার। বল হাতেও বাংলা দলের এই তারকার নিয়ন্ত্রিত বোলিং ভরসা জুগিয়েছে। উত্তরপ্রদেশের হয়ে খেলেছেন দাদা সুমিত। সেই পদাঙ্কই ধরে রেখেছেন দীপ্তিও। তেলেঙ্গানার করিমনগরের শিখা পাণ্ডে বা রাধা যাদবদের কেরিয়ার জুড়েও লড়াই।

আক্ষেপ ফাইনালে হিলি, মুনির ক্যাচ দু'টো শুরুতে যদি না পড়ত নারী দিবসের কাহিনীটা অন্যরকম হত। খালি হাতে নয়, অধিনায়ক হরমনপ্রীতের জন্মদিনের গিফট নিয়েই হয়তো ফিরত ভারত।

কাপ না এলেও, ডনের দেশে 'দিদিগিরি' কুর্নিশের যোগ্য। 'হারলেও তোমরা দেশকে গর্বিত করেছে'-বিরাট, শচীনদের বলা কথাগুলিতেই যা পরিষ্কার।

'খেলতে খেলতে' কেমন লাগছে জানান। অধিক ৫০০ শব্দে ক্রীড়াবিষয়ক লেখাও পাঠাতে পারেন। নাম-ঠিকানা সহ মতামত/লেখা পাঠান 'খেলতে খেলতে', ১৪এ মনোহরপুকুর রোড, কলকাতা-২৬। ই-মেল ঃkheltekhelteubs@gmail.com